মেহেরপুর ইয়ারুল হোটেলের বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকায় ইয়ারুল হোটেল নিয়ে গত ২২ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মেহেরপুর সদর আমলী আদালত এর প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হলে তা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণনা এবং দন্ডবিধি ও নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করে তিনি মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাকে আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগষ্ট মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় “অভিনব প্রতারনায় বিক্রি বাড়ানোর কৌশল. ইয়ারুল হোটেলের নোংরা পরিবেশ বন্ধ হয়নি” শীরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি মেহেরপুর সদর আমলী আদালত এর প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ নজরে আসলে স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে মামলাটি দায়ের করেন তিনি।

এর আগে গত ১৭ আগষ্ট বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নির্দেশে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মকর্তা সজল আহমেদ হোটেলটিতে অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

পরিবর্তিত সময় সূচীতে গাংনী সরকারি অফিস পাড়ার চালচিত্র

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে আজ বুধবার (২৪ আগস্ট) থেকে নতুন নিয়মে অফিস শুরু

হয়েছে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলবে সরকারি অফিস।

সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নতুন নিয়মে অফিস আসার হালচাল বুঝতে সকালের আমাদের প্রতিবেদক ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত¡রের অফিস পাড়াতে।

গাংনী উপজেলা অফিস পাড়ায় সরেজমিনে গিয়ে এই প্রতিবেদন করেছেন। অফিস আদালতের নতুন নিয়মের প্রথম দিনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম নিজ বাসা সংলগ্ন কার্যালয়ে ভার্চ্যুয়াল মিটিং এ ছিলেন।

সকাল ৮ টার আগেই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তি, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ফয়সাল আহম্মেদ, উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদ খন্দকার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার শাহ আলম, উপজেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুল আজিজ, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোল, উপজেলা অফিসে উপস্থিত ছিলেন।

সকাল সাড়ে আটটার সময় পর্যন্ত উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, উপজেলা খাদ্য অফিস, উপজেলা বিআরডিবি’র প্রজেক্ট অফিস, উপজেলা বিএডিসি অফিস বন্ধ ছিল।
উপজেলা কৃষি অফিস, আনসার ভিডিপি ও একটি বাড়ি একটি খামার অফিস খোলা থাকলেও কোনো কর্মকচারী দেখা যায়নি।

এদের মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন যশোরে, উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল আলম মন্টু কুমিল্লাতে প্রশিক্ষণ রয়েছেন, এছাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নীলা হাফিয়া রয়েছেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে।

আনসার ভিডিপি অফিস খোলা থাকলেও উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা অফিসার এসএম শাওন, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার সাফায়েত হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনা অফিসার ডাক্তারর সুপ্রভা রানীকে অফিসে পাওয়া যায়নি। অফিস পাড়ায় শুধু কর্মকর্তা নয়, এসব অফিসের অধিকাংশ দ্বিতীয়,

তৃতীয় কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার (২২ আগস্ট) মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জরুরি পরিষেবাগুলো নতুন অফিস সময় সূচির আওতাবহির্ভূত থাকবে।
এর আগে সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে ফের দাম বাড়ল সয়াবিনের

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তা লিটারে ৯ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে-যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর করা হয়।বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। এরপরও দেশে বাড়ানো হলো এর দাম।

পরিশোধন মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের উচ্চমূল্যের মধ্যেই তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

মিল মালিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হবে ১৭৫ টাকায়, যা এর আগে ১৬৬ টাকা ছিল। অর্থাৎ, খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে বাড়ছে ৯ টাকা। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৯২ টাকায়, যা এতদিন ১৮৫ টাকা ছিল। অর্থাৎ লিটার বোতলে ক্রেতাকে ৭ টাকা করে বাড়তি গুনতে হবে। সয়াবিন তেলের ৫ লিটারের বোতল বিক্রি হবে ৯৪৫ টাকায়। সেক্ষেত্রে লিটার প্রতি দাম পড়বে ১৮৯ টাকা।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

এদিকে বিশ্ববাজার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জুনে প্রতি টন সয়াবিন তেলের মূল্য ছিল ১৭৫১ ডলার। মঙ্গলবার তা ছিল ১৫১৬ ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি টনে দাম কমেছে ২৩৫ ডলারেরও বেশি।

সমিতির সচিব নুরুল ইসলাম মোল্লা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। সে কারণে আমরা লিটারে দাম ২০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম।

মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সমিতির চিঠিতে বলা হয়, ৩ আগস্ট সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৭ আগস্ট আলোচনার পর মূল্যবৃদ্ধির এ ঘোষণা দেওয়া হলো। ২৩ আগস্ট থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।

রাজধানীর নয়াবাজার ও কেরানীগঞ্জের জিনজিরা কাঁচাবাজার ঘুরে এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খুচরা বাজারে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৮২ টাকায়, যা ১৭৫ টাকা নির্ধারিত দামের তুলনায় ৭ টাকা বেশি। পাশাপাশি প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৯২ টাকা। আর পাম তেলের দাম কমানো হলেও আগের দরে প্রতি লিটার ১৫০-১৫২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা ১৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারে তেল কিনতে আসা মো. ইসমাইল বলেন, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা হলেই তেলের দাম বাড়ায়। কিন্তু গণমাধ্যমেই খবর শুনছি বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে। তাহলে আমাদের দেশে কীভাবে তেলের দাম বাড়ে। সরকার আমাদের কথা একটুও মাথায় রাখে না। বাজারে একের পর এক পণ্যের দাম বাড়ছে। আমাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারের মুদি বিক্রেতা সাক্কুর আলম বলেন, বাজারে নতুন দামে বোতলজাত সয়াবিন সরবরাহ নেই। দু-একদিন সময় লাগবে সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে। তবে অনেক অসাধু বিক্রেতা আগের বোতলজাত সয়াবিন নতুন দামে বিক্রি করছে, যা কাম্য নয়।

জানতে চাইলে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব)

সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে অনেক পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবেও বাড়ছে। সেই দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না আনতেই সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হলো। এতে ক্রেতাদের ব্যয় আরও বাড়বে। তাই সংশ্লিষ্টদের উচিত তেলসহ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পরিবহণ খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম কত হয়, তা নির্ধারণ করা। এতে অসাধুরা সুযোগ নিতে পারবে না।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে যা বললেন ওয়াসিম আকরাম

আর মাত্র দুই দিন পর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান পরস্পর মুখোমুখি হবে। তবে তার আগে ক্রিকেটবিশ্বে চলছে চরম উত্তেজনা। এ বিষয় কিংবদন্তিরা একেকজন একেক মত প্রকাশ করছেন। এবার পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরামের মতে, এখন ভারতকে যে কোনো দিন হারাতে প্রস্তুত তার উত্তরসূরিরা।

এর আগে বিশ্বকাপে ভারতের মুখোমুখি হলেই যেন পথ হারিয়ে ফেলত পাকিস্তান। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে প্রথম ১২ ম্যাচে ছিল জয়শূন্য। ব্যর্থতার চক্র ভাঙে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরে। গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে পায় রেকর্ড গড়া জয়।

ভারতের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের উদ্বোধনী জুটিতেই পেরিয়ে যায় পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে সেটিই তাদের প্রথম ১০ উইকেটের জয়।

এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ে এগিয়ে ভারতই। টুর্নামেন্টে দুই দলের ১৪ বারের দেখায় ভারতের জয় ৮ ম্যাচ, পাকিস্তানের জয় ৫টিতে। একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত।

এশিয়া কাপে এবার দ্বিতীয় দিন মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি মাঠে হবে আগামী রোববার। স্টার স্পোর্টসের

একটি মিডিয়া সেশনে মঙ্গলবার পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম বলেন, বাড়তি আত্মবিশ্বাসে এই ম্যাচে এগিয়ে থাকবে তার উত্তরসূরিরা।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান দল উন্নতি করছে। তারা ধারাবাহিকভাবে ভালো করে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে জয়, যদিও সেটি এক বছর আগে, তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে ভারতের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার।

ভারতের বিপক্ষে আসছে ম্যাচে জয় নিয়ে আশাবাদী ওয়াসিম অবশ্য চিন্তিত পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে। টপঅর্ডার ব্যাটসম্যানরা দুর্দান্ত ফর্মে থাকলেও মিডলঅর্ডাররা ভাবাচ্ছেন তাকে।

সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দলটির ৬৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ রানই করেছেন টপঅর্ডার ব্যাটসম্যানরা। যেখানে রয়েছেন বাবর, রিজওয়ান ও ফখর জামানরা।

তিনি আরও বলেন, স্রেফ একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত, তা হলো মিডলঅর্ডার। চার নম্বরে ইফতেখার আহমেদ ছাড়া মিডল-অর্ডারে অভিজ্ঞ কেউ নেই। এর পর সম্ভবত থাকবে হায়দার আলি, তরুণ সেনসেশন যে ধারাবাহিক নয়। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাবর আজম ও রিজওয়ানই মূল।

ওয়াসিম আকরাম বলেন, আমার মনে হয়, সামগ্রিকভাবে তারা আত্মবিশ্বাসী। তবে এটা নির্ভর করছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে সেখানে পৌঁছানোর পর তারা কেমন অনুভব করছে বা কেমন মানসিকতায় আছে। কারণ ওই ম্যাচটি এশিয়া কাপে দুই দলেরই গতিপথ ঠিক করে দিতে পারে।

মেহেরপুরে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামীসহ ৬ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর

মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) থেকে আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশ ত্যাগের সময় পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগী গ্রেফতার

বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে (প্রশান্ত কুমার) হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেশ ত্যাগের সময় এই দুই নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক এএসপি আল আমিন।

তিনি বলেন, পিএলএফএসএল কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী পিকে হালদার ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার আছেন। তার দুই নারী সহযোগী বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। এরই ভিত্তিতে পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম প্রকাশ না করা হলেও এ বিষয়ে বুধবার দুপুরে কারওয়ানবাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান র্যাবের লিগ্যাল

আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদারের (প্রশান্ত কুমার হালদার) ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঋণের নামে তাদের এ অর্থ দেওয়া হয়। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে— কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার এসব কাজ করেন। কোনো কোনো বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর ছাড়াও ফ্ল্যাট ও দামি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। আবার কাউকে দেশে-বিদেশে পাঁচতারকা হোটেলে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিও করেছেন তিনি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হলে পিকে হালদারের এক বান্ধবী দেশ ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যান। তিনি এখন পিকে হালদারের নিয়ন্ত্রণেই ওই দেশে আছেন। বান্ধবীদের নামে অর্থকড়ি খরচের পাশাপাশি নিজেকে আড়ালে রাখতে আর্থিক জালিয়াতিতে পিকে হালদারের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদেরও ব্যবহার করেন।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, যারা দেশের আর্র্থিক খাত লোপাট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকের জোরদার কাজ চলছে। অনুসন্ধানে যাদের নাম আসবে কাউকেই ছাড়া হবে না।

দামুড়হুদায় ২ কেজি গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গায় ২ কেজি গাঁজাসহ সাজেদা খাতুন (৪১) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বড়দুধ পাতিলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত সাজেদা খাতুন দর্শনা থামার পরানপুর বেলেমাঠ পাড়ার মৃত মোসলেম আলীর স্ত্রী।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউলাহ’র নেতৃত্বে পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আকবর হোসেন, সাহারা ইয়াসমিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বড়দুধ পাতিলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ সাজেদা খাতুনকে আটক করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাসহ সাজেদা খাতুনকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে ।

জীবননগর উপজেলা শাখা জাসদের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাসদ জীবননগর উপজেলা শাখার কর্মী সম্মেলন মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি মো. আব্দুর রশিদ।

জীবননগর শাপলাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদ কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু।

প্রধান অতিথি তার বক্তেব্যে বলেন, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ আজ দিশেহারা। অনেকেই অর্ধাহারে অনাহারে দিন পার করছেন।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কিৃষতে ব্যপক প্রভাব পড়েছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেক বেশি। উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে কৃষক আসল টাকা পাবেনা বলে আশংকা করছেন।

কৃষক সমাজকে বাঁচাতে অতি দ্রুত জ্বালানি তেলের মূল্য পূন নির্ধারণ করা হোক। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটারদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা বাঙালি জাতীর।

অতীতের নির্বাচনের ধারাবাহিকতা আর যেন না হয়। এ লক্ষে গণতন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে শরিক হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদ চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম। বাংলাদেশ জাসদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর রহমান, জীবননগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো. হযরত আলী, জাসদ নেতা মিলন মল্লিক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট পাটির জীবননগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রাজেদুল ইসলাম।

সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন নাজমুল ইসলাম মন্টু। সভার সঞ্চালক ছিলেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হারুন অর রশিদ।

কর্মী সম্মেলনে আব্দুর রশিদকে সভাপতি তারিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক ও নাজমুল ইসলাম মন্টুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৯ সদস্যের জীবননগর উপজেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

রেলওয়ে (পশ্চিম) প্রধান প্রকৌশলী হলেন আসাদুল হক মালিতা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের কৃতিসন্তান ইন্জিনিয়ার আসাদুল হক মালিতা বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী বিভাগীয় (পশ্চিমন্চলের) প্রধান প্রকৌশলী হলেন।

তিনি দামুড়হুদার ধান্যঘরা গ্রামের বিশিষ্ট গুণীজন সমাজসেবক দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল গফুর এর

জ্যেষ্ঠ পুত্র। দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি হাসমত আলীর মামা।

গত ২২ আগস্ট রেলপথ মন্ত্রলয় কতৃর্ক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন উপসচিব সেলিমা পারভীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হযেছে আসাদুল হক বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম) প্রধান প্রকৌশলী নিযুক্ত হলেন।

তিনি ২৪তম বিসিএস এ বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী ইন্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ইঞ্জিনিয়ার আসাদুল হক বলেন, আমি রেলওয়েতে যোগদান করার পর থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছি।

গাংনীর করমদি গ্রামের শাশুড়ির ঘাতক বাদশা মিয়া গ্রেফতার

গাংনীর করমদি মাঠপাড়া এলাকার রঙ্গিলার হত্যাকারি জামায় বাদশা মিয়াকে (২২) স্থানীয় জনতার সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার উপপরির্শিক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘাতক বাদশা মিয়া সারাদিন আত্মগোপনে থাকার পর রাতের আধারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাদশা মিয়া করমদি শাহবুর পাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। পারিবারিক কলহের জের ধরে আজ বেলা ১১ টার দিকে তার স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপানোর সময় মেয়েকে বাঁচাতে রিংকির মা রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) ছুটে আসে।

এসময় তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় ঘাতক বাদশা। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর

জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রী রিংকি খাতুন বর্তমানে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।